রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মিশন
মডেল উত্তরপত্র - ২০২০
শ্রেনী - দ্বিতীয়
বিষয় - ইতিহাস

পূর্নমান - ১০০

১। পুর্নবাক্যে উত্তর দাও :- (যেকোনো ১৫ টি) ১৫x ১= ১৫

ক) আদিম মানুষেরা কীভাবে শিকার করতে যেত ?

উ: আদিম মানুষেরা দলবেঁধে শিকার করতে যেত ।

খ) আদিম মানুষ কাদের বলা হয় ?

উ: হাজার হাজার বছর আগের মানুষদের আদিম মানুষ বলা হয় ।

গ) কে প্রথম মহেন-জো-দারো আবিষ্কার করেছিলেন ?

উ: রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় নামে একজন বাঙালি প্রথম মহেন-জো-দারো আবিষ্কার করেছিলেন ।

ঘ) সিন্ধু সভ্যতার অধিবাসীদের প্রধান খাদ্য কী ছিল ?

উ: সিন্ধু সভ্যতার অধিবাসীদের প্রধান খাদ্য ছিল যব ও গম ।

ঙ) পিরামিড কাকে বলে ?

উ: কবরের উপর বিরাট পাথরের গম্বুজকে পিরামিড বলে ।

চ) মানুষ কখন স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করল ?

উ: মানুষ চাষবাস করতে শেখার ফলে একস্থানে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করল ।

ছ) সিন্ধু সভ্যতার অধিকাংশ লোক কার উপাসক ছিলেন ?

উ: সিন্ধু সভ্যতার অধিকাংশ লোক মাতৃমূর্তির উপাসক ছিলেন ।

জ) সিদ্ধার্থের স্ত্রীর নাম কি ?

উ: সিদ্ধার্থের স্ত্রীর নাম গোপা বা যশোধরা ।

ঝ) 'বুদ্ধ' শব্দের অর্থ কী ?

উ: 'বুদ্ধ' শব্দের অর্থ জ্ঞানী ।

ঞ) চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের পুত্রের নাম কী ছিল ?

উ: চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের পুত্রের নাম ছিল বিন্দুসার ।

ট) বর্তমানে কোন স্থানটি বুদ্ধগয়া নামে পরিচিত ?

উ: গয়ায় নিরঞ্জনা নদীর তীরে উরুবিল্ব গ্রামের যেখানে গৌতম বুদ্ধ জ্ঞান লাভ করেন সে স্থান বর্তমানে বুদ্ধগয়া নামে পরিচিত ।

ঠ) কত বছর বয়সে নিমাই সংসারের মায়া ত্যাগ করে পথে বেরোলেন ?

উ: মাত্র চব্বিশ বছর বয়সে নিমাই সংসারের মায়া ত্যাগ করে পথে বেরোলেন ।

ড) কলিঙ্গ রাজ্যের বর্তমান নাম কী ?

উ: কলিঙ্গ রাজ্যের বর্তমান নাম ওড়িশা ।

ঢ) অশোক স্তম্ভটির অবশেষ কোথায় রাখা আছে ?

উ: অশোক স্তম্ভটির অবশেষ সারনাথ জাদুঘরে রাখা আছে ।

ণ) গয়ায় নিমাই কার কাছে দীক্ষা নেন ?

উ: গয়ায় নিমাই ঈশ্বরপুরীর কাছে দীক্ষা নেন ।

ত) সুভাষচন্দ্র কোথাকার মেয়র হয়েছিলেন ?

উ: সুভাষচন্দ্র কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র হয়েছিলেন ।

২। শূন্যস্থান পূরণ কর :- ১০x ১ ১/২ = ১৫

ক) পাথর কেটে অস্ত্র বানাবার সময় কে **নতুন প্রস্তর** যুগ বলে ।

খ) মহেন-জো-দারোর অর্থ হল **মৃতের টিলা বা স্তুপ** ।

গ) বৌদ্ধদের ধর্মগ্রন্থের নাম **ত্রিপিটক** ।

ঘ) প্রায় **৪৮** বছর বয়সে ওড়িশার **পুরীতে** শ্রীচৈতন্যদেবের মৃত্যু ঘটে ।

ঙ) সুভাষচন্দ্রকে প্রবাসী ভারতীয়রা **নেতাজী** নামে অভিহিত করে ।

চ) শ্রীচৈতন্যদেবের যবন শিষ্যের নাম **যবন হরিদাস** ও **শ্রীবাস** ।

৩। সঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে পুর্নবাক্যে লেখ । ১০x ১ ১/২ = ১৫

ক) সিন্ধু সভ্যতার লোকেরা পাশা খেলত ।

খ) আদিম মানুষের গায়ের রঙ ছিল কুচকুচে কালো ।

গ) ইরাবতী নদীর তীরে হরপ্পা অবস্থিত ।

ঘ) আদিম মানুষ পাথর কেটে নানারকম অস্ত্র বানাতে শুরু করল ।

ঙ) সুভাষচন্দ্র ওড়িশার কটকে জন্মগ্রহণ করেন ।

চ) ইংরেজ সরকার সুভাষকে নিজগৃহে অন্তরিন করে রাখে ।

ছ) পাটলিপুত্রের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে কলিঙ্গ রাজ্য অবস্থিত ।

জ) সাঁচিরস্তূপ নির্মান করেন সম্রাট অশোক ।

ঝ) কাউকে ঘৃণা করা পাপ ।

ঞ) গৌরাঙ্গ নিমাই এর অপর নাম ।

৪। মিলিয়ে লেখ । ৮X ১=৮

বামদিক		ডানদিক
ক) ঝাঁকড়া চুল	----------	আদিম মানুষ
খ) চৈতন্যদেবের মাতা	----------	শচী দেবী
গ) নীল নদের তীরে	----------	মিশর দেশ
ঘ) শাক্য বংশের রাজা	----------	শুদ্ধোধন
ঙ) পাটলিপুত্রের বর্তমান নাম	----------	পাটনা
চ) বিন্দুসারের পুত্র	----------	অশোক
ছ) ছন্দক	----------	সিদ্ধার্থের সারথি
জ) দেশবন্ধু	----------	চিত্তরন্জন দাশ

৫। 'হ্যাঁ' অথবা 'না' লেখ । ১০X ১= ১০

ক) সুভাষচন্দ্রের প্রারম্ভিক শিক্ষা কটকে র‍্যাভেনশ্ কলেজিয়েট স্কুলে হয় । **হ্যাঁ**
খ) ভক্তিতেই ভগবানকে পাওয়া যায় । **হ্যাঁ**
গ) বিশ্বনাথ বসু সুভাষচন্দ্রের পিতা ছিলেন । **না**
ঘ) পাটলিপুত্র ছিল কলিঙ্গের রাজধানী । **না**
ঙ) আদিম মানুষ গাছের কোটরে বাস করত । **হ্যাঁ**
চ) কলিঙ্গ যুদ্ধের পর অশোক সম্পূর্ন পরিবর্তিত হয় । **হ্যাঁ**
ছ) মানুষ চাষের জল পেত সমুদ্র থেকে । **না**
জ) দয়ারাম সাহনী মহেন-জো-দাড়ো আবিষ্কার করেন । **না**
ঝ) শ্রীচৈতন্যদেব বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করেছিলেন । **না**
ঞ) বৈশাখী পূর্নিমাতে সিদ্ধার্থ জন্ম গ্রহন করেন । **হ্যাঁ**

৬। টীকা লেখ :- (যেকোনো ৩টি) ৩X ৪= ১২

আদিযুগের মানুষ :- হাজার হাজার বছর আগে যে সকল মানুষেরা বসবাস করত । তাদেরই বলা হয় আদি যুগের মানুষ । আদি যুগের মানুষেরা ছিল জংলি, অসভ্য ও সরল । তাদের গায়ের রং ছিল কুচকুচে কালো, দেহে লোম ছিল বেশি । মাথায় ছিল ঝাঁকড়া চুল । তাদের নাক ছিল মোটা ও চ্যাপ্টা, ঠোঁট পুরু, দেহটি বেঁটে ও বলিষ্ঠ । আদি মানুষের কোনো ঘরবাড়ি ছিল না । তারা দলবেঁধে পাহাড়ের গুহায়, গাছের কোটরে বাস করত । কখনো আবার খোলা আকাশের নীচেই শুয়ে থাকত । আদিযুগের মানুষের কোনো পোষাক ছিল না । এরা লতাপাতা এবং গাছের বাকল পরে বা প্রায় উলঙ্গ হয়ে

বনে বনে ঘুরে খাবার খুঁজত । তারা খেত গাছের ফলমূল ও পশু-পাখির কাঁচা মাংস । কেননা তখনো তারা আগুন জ্বালাতে জানত না । আদি মানুষ দলবেঁধে শিকারে যেত । তারা জাছের মোটা ডাল ও পাথরের বড়ো বড়ো টুকরোকে হাতিয়ার করে পশু শিকার করত । আদি যুগের মানুষ ভাষার ব্যবহার জানত না । ঈশারা ও ইঙ্গিতে মনের ভাব প্রকাশ করত । এরা খুব কষ্টে জীবন যাপন করত । পরবর্তী কালে তারা ধীরে ধীরে আগুনের ব্যবহার শিখে সভ্য জগতের প্রথম ধাপে অগ্রসর হল । বর্তমানে কোল, ভীল, সাঁওতাল, নাগা, গোঁড় প্রভৃতি শ্রেনীর যে লোক দেখতে পাওয়া যায়, তারাই হচ্ছে সেই আদি যুগের মানুষের বংশধর ।

সিন্ধু সভ্যতার আর্থিক অবস্থা :- আজ থেকে পাঁচ-ছয় হাজার বছর আগে গড়ে ওঠে সিন্ধু সভ্যতা । এই সভ্যতার হরপ্পা ও মহেন-জো-দারো নামক দুটি স্থানে খনন করে প্রাচীন নগরের যে ধংসাবশেষ পাওয়া গেছে সেখানে প্রাপ্ত নিদর্শন গুলি থেকে বোঝা যায়, এখানকার লোকেরা দক্ষ কৃষক ছিল । তাদের প্রধান খাদ্য ছিল যব ও গম । লোকে কুকুর, ভেড়া, ছাগল, হাতি ও উট ইত্যাদি পালন করত । সুতো তৈরী করে তারা কাপড় বুনত । সিন্ধু উপত্যকা থেকে তুলো, সুতিবস্ত্র, তামা, হাতির দাঁত ও হাতির দাঁতের তৈরী নানা জিনিসপত্র বিদেশে রপ্তানী হত । তখনও মুদ্রার প্রচলন হয়েছিল না । বিনিময়ের মাধ্যমে স্থলপথে, জলপথে ব্যবসা বানিজ্য চলত । সিন্ধু অধিবাসীরা তুলো ও পশমের কাপড় পড়ত ।

বোধিদ্রুম :- বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ অনুসারে গৌতম বুদ্ধ যে অশ্বথ গাছটির তলায় বসে সাধনা করেন, সেই গাছটির নাম হল বোধিদ্রুম । গৌতম বুদ্ধ তপস্যা চলাকালীন কোথাও না গিয়ে দীর্ঘসময় এই এই গাছের নীচে বসেই ধ্যানমগ্ন ছিলেন । এই গাছটি বোধিবৃক্ষ নামেও পরিচিত । সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে প্রতিবছর কার্তিক মাসে গাছটির চারপাশে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হত । বর্তমানে সারনাথে অবস্থিত এই বৃক্ষ আড়াই হাজার বছরের পুরানো এবং শ্রী মহাবোধি নামে পরিচিত । বৌদ্ধধর্মালম্বী মানুষ এই অশ্বথ গাছটিকে খুব পবিত্র বলে মনে করেন । আজও বহু মানুষ এই বৃক্ষ দর্শনের জন্য সারনাথে যায় ।

বৈষ্ণব ধর্মের মূল কথা :- ভারতবর্ষের মহান ধর্ম সংস্কারক শ্রীচৈতান্যদেব বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করে ছিলেন । এই ধর্নের মূল কথা হল ভক্তিই ভগবান । ভক্তিতেই ভঘবান কে পাওয়া যায় । জাতিতে , জাতিতে কোনো ভেদ নেই । পৃথিবীর সব মানুষই সমান । কাউকে ঘৃনা করা পাপ । বৈষ্ণব ধর্মের প্রধান বিষয়ই ছিল ভক্তি ।

৭। প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :-(যেকোনো ৫টি) ৫x৫=২৫

ক) প্রস্তর যুগকে কয় ভাগে ভাগ করা হয়েছে এবং কি কি ? চারটি আদি অধিবাসীদের বংশধরদের নাম লেখ । (১+২)+২

উ: প্রস্তর যুগকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে । যথা - পুরানো প্রস্তর যুগ ও নতুন প্রস্তর যুগ ।

চারটি আদি অধিবাসীদের বংশধরদের নাম হল - কোল, ভীল, মুন্ডা ও সাঁওতাল ।

খ) কপিলাবস্তু কোথায় অবস্থিত ? রাজ্যটিতে কোন বংশের রাজা রাজত্ব করতেন ? তাঁর নাম কি ছিল ? গৌতমকে 'বুদ্ধ' নামে ডাকা হয় কেন ?

১+১+১+২

উ: কয়েক হাজার বছর আগে হিমালয়ের পাদদেশে কপিলাবস্তু নামে এক ছোটো রাজ্য ছিল ।

রাজ্যটিতে শাক্যবংশের রাজা রাজত্ব করতেন ।

তাঁর নাম রাজা শুদ্ধোধন ।

জীবজগতের মুক্তির উদ্দেশ্যে গৌতম বহু দেশ ঘুরেছিলেন । এরপর গয়ায় নিরঞ্জনা নদীর তীরে উরুবিল্ব গ্রামে এক অশ্বথ গাছের তলায় বসে কঠোর তপস্যা করেন । হঠাৎ একদিন তিনি সত্য কী তা অনুভব করেন এবং তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করে 'বোধি' বা দিব্যজ্ঞান লাভ করেন । এই সময় থেকেই বুদ্ধ বা জ্ঞানী নামে পরিচিত হন ।

গ) সম্রাট অশোক সকলকে কী শিক্ষা দেন ? তিনি কোন ধর্ম গ্রহন করেন ? কোন যুদ্ধের পর তার জীবনে বিরাট পরিবর্তন আসে ? ৩+১+১

উ: সম্রাট অশোক প্রজাদের কল্যা ও উন্নতির জন্য বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কাজের সঙ্গে পাথরের স্তম্ভ ও পাহাড়ের গায়ে তাঁর আদেশগুলি উৎকীর্ন করান । এরূপ একটি পাহাড়ের গায়ে তাঁর শিক্ষার কথা লেখা আছে । সেখানে সম্রাট অশোক সকলের উদ্দেশ্যে জানান -

'জীবে দয়া করো । মাতা-পিতার সেবা করা আবশ্যক । গুরুজনকে শ্রদ্ধা করো । সহচরদের সঙ্গে সঠিক ব্যবহার করা আবশ্যক ।

সম্রাট অশোক বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহন করেন ।

কলিঙ্গ যুদ্ধের পর তাঁর জীবনে বিরাট পরিবর্তন আসে ।

ঘ) পিতার মৃত্যুর পর নিমাই কেন গয়ায় গিয়েছিলেন ? রূপ এবং সনাতন কারা ? নিমাই এর হরিনামের ডাকে দলে দলে নদীয়াবাসীরা এসে কী করতে লাগলেন

২+১+২

উ: পিতার মৃত্যুর পর তাঁর আত্মার শান্তি কামনার জন্য পিন্ড দিতে নিমাই গয়ায় গিয়েছিলেন ।

রূপ ও সনাতন ছিলেন সুলতান হুসেন শাহের রাজ দরবারের উচ্চ পদের কর্মচারী । রূপ গোস্বামী ও সনাতন গোস্বামী শ্রীচৈতন্য দেবের শিষ্য ।

নিমাই এর মুখে হরিনাম শুনে দলে দলে নদীয়া বাসীরা এসে তাঁর সঙ্গে হরিনাম কীর্তনে যোগদান করেন । দেখতে দেখতে সারা নদীয়া বাসী নিমাই এর ডাকে যেতে ওঠেন ।

[

ঙ) সুভাষচন্দ্রের শিক্ষা সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখ । কার সঙ্গে মতভেদ হওয়ায় তিনি কোন দল ত্যাগ করেন ?

৩+২

উ: সুভাষন্দ্রের প্রারম্ভিক শিক্ষা হয় কটকের র‍্যাভেনশ্ কলেজিয়েট স্কুলে । এরপরে তিনি উচ্চশিক্ষার জন্য কলকাতায় আসেন । সেখানে স্কটিশ্ চার্চ কলেজে অধ্যয়ন করে বি এ পাস করেন । পরে বিলেতে গিয়ে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ন হন তিনি ।

গান্ধিজির সঙ্গে মতভেদ হওয়ায় সুভাষচন্দ্র জাতীয় কংগ্রেস ত্যাগ করেন ।

চ) নেতাজী ইংরেজদের চোখে ধুলো দিয়ে কোথায় পৌছান ? তিনি কীসের সর্বময় কর্তারূপে কার্যভার গ্রহন করেন ? তিনি তার সৈন্যদের কী কী বলেছিলেন ?

২+১+২

উ: নেতাজী ইংরেজ সরকারের চোখে ধুলো দিয়ে ভারত ছেড়ে জার্মানিতে যান । সেখান থেকে জাপান হয়ে তিনি সিঙ্গাপুর পৌছান ।

সিঙ্গাপুরে সুভাষচন্দ্র আজাদ হিন্দ সরকার ও আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বময় কর্তারূপে কার্যভার গ্রহন করেন ।

নেতাজী তাঁর সৈন্যদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন -

‘তোমরা আমায় রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব ।‘